দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 APR 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন জরুরি

সাহাবুল হক, ফাতেমা খাতুন, মুহাম্মদ যাকারিয়া, শাফিউল ইসলাম, কামরুজ্জামান বি
এজিএম নিয়াজ উদ্দীন, আশরাফ সিদ্দিকী, শাহজাহান চৌধুরী, শামসুল আলম, জিএম গফুর

উচ্চ শিক্ষার বেহাল অবস্থা', 'উচ্চ শিক্ষার নামে চলছে ভয়াবহ নৈরাজ্য', 'উচ্চ শিক্ষার ধস নেমেছে', 'উচ্চ শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ', 'দুর্দশাগ্রস্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়', 'নীতি আর অনিয়ম চলছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে', 'সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকার বিনিময়ে টিকিটে বিক্রি', 'মান নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়', 'নিয়ম-কানুনের বালাই নেই' - এ ধরনের সংবাদ প্রায়শই আমরা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের পাতায় দেখতে দেখতে মোটামুটিভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সংবাদপত্রে এ খবরগুলো বড় বড় শিরোনামে গুরুত্বের সাথে ছাপা হওয়ায় তা চোখে এড়ায় না। উল্লেখিত বাক্যমালার মধ্য দিয়ে দেশে উচ্চ শিক্ষার কী হাল তা আমাদের বুঝতে আর কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

শিক্ষার চরম সংকটকালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রণয়ন করেছে উচ্চশিক্ষার সংস্কারের ২০ বছর মেয়াদি (২০০৬-২০২৬) একটি কৌশলগত পরিকল্পনা। দেশে অতীতে এ ধরনের কৌশলপত্র তৈরী করা হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামানের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ৭টি বিশেষ কমিটির ৩৬ জন সদস্য দীর্ঘ ছয় মাস রহমিন পরিশ্রম করে এ কৌশলপত্রটি তৈরী করেন। দেশের খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী সমাজের সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকদের এ কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছয়টি বিশেষ কমিটি আলাদা আলাদা ছয়টি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পরে বিষয়ভিত্তিক চারজন বিশেষজ্ঞ ছয়টি প্রতিবেদন মূল তথ্য ও উপাত্ত একীভূত করে একটি প্রতিবেদন তৈরী করে। বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা গ্রুপ প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মতামত দিয়েছেন। মঞ্জুরী কমিশন চলতি বছরের জানুয়ারী মাসে কৌশলপত্রটি অনুমোদন করে। একই বছরের ১০ এপ্রিল তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর নিকট কৌশলপত্রটি উপস্থাপন করা হয়।

পূর্ণাঙ্গ এই কৌশলপত্রে তাৎক্ষণিক (২০০৬-০৭), স্বল্পমেয়াদি (২০০৮-২০১৩), মধ্যমেয়াদি (২০১৪-২০১৯) ও দীর্ঘমেয়াদি (২০২০-২০২৬) এই চারটি পর্যায়ের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দেয়া হয়। কৌশলপত্র বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেবে বিশ্বব্যাংক।

কৌশলপত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাইরের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা, ভোটাভুটির মাধ্যমে উপাচার্য ও ভিন্ন নির্বাচনের প্রথা বাতিল, ছাত্রবৃত্তিক শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে নীতিতে কেবলমাত্র শিক্ষক ও ছাত্রদের কল্যাণে নিবদ্ধ রাখা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ সংশোধন, উপাচার্য নিয়োগে জাতীয় অনুসন্ধান কমিটি গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন পুনর্নির্ধারণ করে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে শক্তিশালীকরণ, শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্তব্যবোধ জাগ্রতকরণে ভিন্ন ও বিজাতীয় চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান, নতুন শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয় বৃদ্ধির জন্য ছাত্র বেতন কাঠামো পরিবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব আয়ে চলা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিকায়ন এবং সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত রাখাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় উপাচার্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রথমেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এত বেশী রাজনীতি হয় যে, অনেক সৎ ও যোগ্য লোকই শেষ পর্যন্ত উপাচার্য হতে পারেন না। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ততার কারণে অনেক অযোগ্য এবং অসৎ লোক উপাচার্য হয়ে যান। এর অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর। ন্যূনতম প্রশাসনিক যোগ্যতা নেই এমন অনেককে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রো-উপাচার্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া উপাচার্য প্রো-উপাচার্যদের অনেকের দুর্নীতির খবরাখবর আমরা পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি। বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাচার্য পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা বিধি ১৯৭৩'র অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিনেটে নির্বাচিত তিন সদস্যের একটি প্যানেল থেকে চ্যান্সেলর (রাষ্ট্রপতি) একজনকে বেছে নেন এবং উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত করেন। তবে বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে উপাচার্য নিয়োগের চলমান প্রক্রিয়ার ফাঁক ফোকরের মধ্যে দিয়ে অনেক অযোগ্য লোক উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন। কারণ হিসেবে বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রয়েছে সরকারের একচেটিয়া প্রভাব। সিনেটের ১০৪ জন সদস্যের মধ্যে সরকার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে ৪২ জন সদস্যকে। এ সিনেটের মাধ্যমে সরকার তার পছন্দমতো প্রার্থীকে অতি সহজে গণতান্ত্রিক উপায়ে উপাচার্য বানাতে পারছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের বর্তমান এ প্রক্রিয়াকে ত্রুটিপূর্ণ এবং রাজনৈতিক প্রভাবদুষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ২০ বছরের কৌশলপত্রে। রাজনৈতিক টানাপড়েনের ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগ করতে পারলে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব বলে কৌশল পত্রে উল্লেখ করা হয়। এ ক্ষেত্রে কৌশলপত্রে উপাচার্য নিয়োগে একটি জাতীয় অনুসন্ধান কমিটি (ন্যাশনাল সার্চ কমিটি) গঠন করার কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (চ্যান্সেলর) অনুসন্ধান কমিটি করবেন। গ্রহণযোগ্য এবং খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা একজন সাবেক উপাচার্য অনুসন্ধান কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটির সদস্যরা হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক,সাবেক উপাচার্য এবং সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণ। উক্ত কমিটি শিক্ষকদের মধ্য হতে তিন জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নামের তালিকা তৈরী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের নিকট প্রস্তাব আকারে পাঠাবেন যাতে তিনি একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন। উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে কৌশলপত্রের প্রস্তাবিত এ বিষয়টি বাস্তবায়ন ঘটাতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য বিতর্কের অবসান সৃষ্টি হচ্ছে তা দূর হবে বলে আশা করা যায়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ নতুন কোন বিষয় নয়। তবে '৯০ পরবর্তী এই ধারা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগ হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। খুব ভালো রেজাল্ট করেও বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই, যদি না রাজনৈতিক কোন যোগাযোগ না থাকে। সম্মান এবং মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম অধিকারী হওয়ার পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক চাকরি হয় না এমন ঘটনাও ঘটেছে। টাকার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি হওয়ার অভিযোগেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ ফিরিয়ে আনতে প্রচলিত নিয়োগ প্রথা বাতিল করে সুপারিশ করা হয়েছে কৌশলপত্রে। এতে বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অধীনে একটি কিভিশন, টয়োটা বা সিএনজি ১৫০০ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। মঞ্জুরী কমিশন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের একটি তালিকা করবেন। এই তালিকাভুক্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে হবে শিক্ষক নিয়োগ কমিটি। প্রতিটি বিভাগে থাকবে আলাদা আলাদা কমিটি। কমিটিগুলো সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ পরিচালনা করবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনটি যোগ্যতা বিবেচনায় আনা হবে। এগুলো একাডেমিক ফলাফল, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের যোগ্যতা এবং সর্বোপরি প

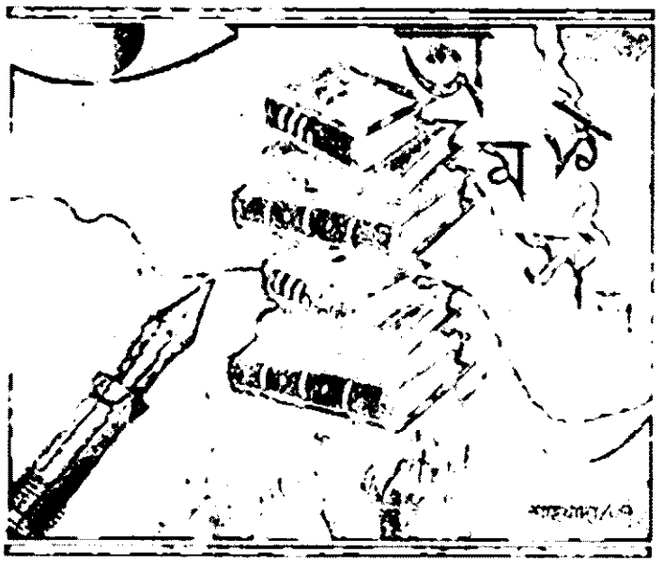

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ নতুন কোন বিষয় নয়। তবে '৯০ পরবর্তীতে এই ধারা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে অধিকাংশ নিয়োগ হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। খুব ভালো ফলাফল করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই, যদি না রাজনৈতিক কোন যোগাযোগ না থাকে। সম্মান এবং মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী হওয়ার পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরি হয় না এমন ঘটনাও ঘটেছে। টাকার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি হওয়ার অভিযোগও পাওয়া যায়।

বিক্র

জমি বিক্রয়ঃ মা বাঘমারা রোডে পা দেয়ালঘেরা ছয় শ হবে। যোগাযোগঃ ০১৯১২১১৭২১৭।

ফ্ল্যাট বিক্রয়ঃ উত্তর সেক্টরের আকর্ষণীয় ১৪৫০, ১৫২৫ এবং রেডি ফ্ল্যাট বিক্র যোগাযোগঃ ০১৮১৭০৪৩৭০৬, ০১৮১৭০৩৬০১০, ০

গাড়ী বিক্রয়ঃ Ho ফুলপাওয়ার, ম্যানুয়া সানরুফ, লাল র ৪,৬০,০০০/-। ০১৭১৫৪৩০৪৩৮, ০১

গাড়ী বিক্রয়ঃ টয়ো অলপাওয়ার, ক্যা ১৩৩১ সিসি ফ্রেশ ০১৯১১৩৫০৭৭০, ০১৮১২২৩৩২২০।

গাড়ী বিক্রয়ঃ হো অলপাওয়ার, সিডি, লাইট) মালিকচালি ৪,৬০,০০০/-। ০১৮১২২৩৩২২২, ০১

গাড়ী বিক্রয়ঃ ৯৯/২০০৪, (সিএনজি ১৭, সিসিঃ ১৫০০, পাওয়াগন ৯৭/২০০২ অটোগিয়ার। ০১৭১৩

গাড়ী বিক্রয়ঃ একহা কন্ডিশনে CNG কর ৯৮, রেজি-২০০১, অপশন বিক্রয় হ ০১৫২-৬৩৯২১৯, ০১

গাড়ী বিক্রয়ঃ NISSAN Ex-S ৯০/৯১ অলপাও হাইরোড ১৩০০ সিসি মালিকচালিত মূল ০১৭১৬-০০১০৮৮।

গাড়ী বিক্রয়ঃ মালি কন্ডিশন, টয়োটা সিএনজি ১৫০০ পাওয়ারস্টিয়ারিং ০১৭১৪০৪৩২০৮, ০১

গাড়ী বিক্রয়ঃ ট মডেল-৯৪/৯৯ সিরি ফুলঅটো, এসি ৪,৯০,০০০/-। ০১৮১৭-৬১২১১৩।

গাড়ী বিক্রয়ঃ TO মডেল-১৯৯৭, রেজি